লিপি | কলকাতা, বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর, ২০২০
Kolkata - Thursday - October 22, 2020
Arthik Lipi, Page 3

বুধবার খিদিরপুর সার্বোজনীন পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করেন কলকাতা পুরসভা প্রশাসক তথা স্থানীয় বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম।

মাস্ক ছাড়া বাগবাজার সার্বজনীনের পুজো প্যান্ডেলে প্রবেশ নিষিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার: চলতি বছর নিউ নরমালে হচ্ছে পুজো। কারণ শহরজুড়ে এখনও রাজ করছে অদৃশ্য অজানা ভাইরাস করোনা। এই অদৃশ্য ভাইরাসকে সঙ্গে নিয়েই এই বছরের পুজো কাটাতে হচ্ছে শহরবাসীকে। এরই মাঝে বুধবার পঞ্চমী। পঞ্চমীর দিন শহরবাসী প্রতিমা দর্শনে ভিড় জমাচ্ছে উত্তর কলকাতার অন্যতম সাবেকি পুজো বাগবাজার সর্বজনীনের পুজো প্যান্ডেলে। তবে মাস্ক ছাড়া বাগবাজার সর্বজনীনের পুজো প্যান্ডেলে প্রবেশ নিষিদ্ধ।থিমের হুজুগে গা ভাসানো নয় বরং ঐতিহ্য আর সাবেকিয়ানাকে সম্বল করে ফি-বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় টানে বাগবাজার সার্বজনীন। উত্তর কলকাতার সাবেকি পুজোর মধ্যে প্রথমেই নাম উঠে আসে বাগবাজার সর্বজনীনের। যদিও প্রতি বছর থেকে এই বছরের পুজো টা একটু অন্যরকম। চলতি বছর অদৃশ্য ভাইরাস করোনাকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে হচ্ছে শহরবাসীকে। আর তাই করোনা আবহে এই বছর দুর্গা পুজোর মূল মণ্ডপে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। তাই মূল মন্ডপের বাইরে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। ব্যারিকেডের বাইরে থেকেই প্রতিমা দর্শন করছে দর্শনার্থীরা। যদি কোনও দর্শনার্থীর মুখে মাস্ক না থাকে তাহলে বাগবাজার সর্বজনীনের পুজো প্যান্ডেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। যদি প্যান্ডেলের ভিতরে প্রবেশ করে ছবি তোলার জন্য কেউ মুখ থেকে মাস্ক খোলে সেক্ষেত্রে ওইখানে উপস্থিত পুলিশ এসে মাস্ক পড়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছে দর্শনার্থীদের।

সপ্তমী থেকে দশমী মানুষের স্বার্থে বাড়ানো হল মেট্রোর সময়

স্টাফ রিপোর্টার: করোনা আতঙ্কে দীর্ঘ সময় বন্ধ করার পর অবশেষে মেট্রো পরিষেবা চালু হয়েছে কলকাতা শহরে। পুজোর সময়ে যে এতে উত্সাহী দর্শনার্থীদের বাড়তি সুবিধে তা বলাই বাহুল্য। মানুষের সুবিধের কথা মাথায় রেখে তাই সপ্তমী থেকে দশমী; মোট চারদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০ পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে ট্রেন পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। তবে দুটি ট্রেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকবে ২০ মিনিট। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ক্ষেত্রে ট্রেন চলার সময় নির্ধারিত হয়েছে দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এই রুটে ২০ মিনিটের পরিবর্তে দুটি ট্রেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকবে ৩০ মিনিট। বর্তমানে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরে রবিবার কোনও পরিষেবার ব্যবস্থা নেই। তুলনায় গেলে দেখা যাচ্ছে সেক্টর ৫ থেকে ফুলবাগান রুটে রোজ যাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ৪০০ মতো। সেখানেই কবি সুভাষ স্টেশন থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত রুটে যাত্রী সংখ্যা এই মুহূর্তে নিয়মিত প্রায় ৯০ হাজার। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার মনোজ যোশী জানিয়েছেন, 'আমরা পুজোর সময়ে কিছু স্পেশাল পরিষেবা দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট কোনওভাবেই ভিড় চাইছে না। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে তো আমরা কোনও পদক্ষেপ করতে পারব না।' তবে মেট্রোতে উঠতে গেলে মেনে চলতে হবে করোনার বিধিনিষেধ। আগাম কাটতে হবে ই-পাস। পুজো-মণ্ডপ দর্শনার্থী-শূন্য রাখার নির্দেশ পুনর্বিবেচনায় আবেদন পেশ করা হয়েছিল হাইকোর্টে। বুধবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। কলকাতায় দুর্গাপুজো সংগঠনগুলির সমন্বয় কমিটি--ফোরাম ফর দুর্গোৎস-এর পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের কাছে অনুরোধ করেন যেন অঞ্জলি দেওয়ার জন্য সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ধাপে ধাপে দর্শনার্থীদের মণ্ডপে ঢুকতে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও দুর্গা পুজোর নিয়ম মেনে সিঁদুর খেলার সময়েও যেন ধাপে ধাপে দর্শনার্থীদের ঢুকতে দেওয়া হয় সেই দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি ঢাকিদেরও নো এন্ট্রি জোনে ঢুকতে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। আরও বেশি সদস্য সংখ্যাও যাতে মণ্ডপে ঢুকতে দেওয়া হয়, সেই আর্জিও জানায় ফোরাম। হাইকোর্ট আগের রায় পুনর্বিবেচনা করে জানায়, নো এন্ট্রি জোনের ভিতরে ও মণ্ডপের বাইরে কয়েকজন ঢাকি শুধু উপস্থিত থাকতে পারবেন। এ ছাড়া উদ্যোক্তাদের মণ্ডপে ঢোকার ক্ষেত্রে আগে ২৫ জনের নামের তালিকা দিতে বলা হয়েছিল। সেই তালিকা এখন প্রতিদিন সকাল বেলায় পুলিশকে দিতে হবে এবং বড় পুজোর ক্ষেত্রে ৬০ জনের নামের তালিকা দেওয়া যাবে। তার মধ্যে ৪৫ জন মণ্ডপের এলাকায় ঢুকতে পারবেন। এর বাইরে সিঁদুর খেলা, অঞ্জলি জন্য পর্যায়ক্রমে মণ্ডপে ঢোকার যে আবেদন করা হয়েছিল, তা খারিজ করে দিয়েছে আদালত। বিচারপতিরা জানিয়েছেন, যে কারণে আগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার গুরুত্ব বুঝে রায় পরিবর্তন করা যায় না।

এলআইসি অফ ইন্ডিয়া এলআইসির নিউ জীবন শান্তি চালু করেছে

স্টাফ রিপোর্টার: লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এলআইসির নতুন জীবন শান্তি পরিক ল্পনা চালু করেছেযা একটি অংশবিহীন, পৃথক, একক প্রিমিয়াম, যুক্তবার্ষিকী পরিকল্পনাপলিসিটি শুরু হওয়ার পরে বার্ষিকী হারগুলি গ্যারান্টিযুক্ত এবং বার্ষিকীগুলি হয়অ্যানুইন্ট্যান্টস / এর জীবনকাল জুড়ে পরিশোধযোগ্য মুলতুবি মেয়াদ। এই পরিকল্পনা করতে পারেন২০২০ অক্টোবর ২১ থেকে অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও কেনা হবে।পরিকল্পনার আওতায় দুটি বার্ষিকী বিকল্প উপলব্ধ।বিকল্প ১ অবিবাহিত জীবনের জন্য বর্ধিত বার্ষিকীডিফারমেন্ট পিরিয়ড পরে, নির্বাচিত মোড অনুযায়ী বার্ষিকী প্রদানগুলি হবেযতদিন এনিউইন্ট্যান্ট জীবিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বকেয়া আদায় করা হয়। দুর্ভাগ্যজনক মৃতু র ক্ষেত্রে,ডিফারমেন্ট পিরিয়ড চলাকালীন বা তার পরে, মৃত্যুর বেনিফিটটি মনোনীত প্রার্থীর জন্য প্রদানযোগ্য হবেবার্ষিকীবিকল্প ২: যৌথ জীবনের জন্য বর্ধিত বার্ষিকীডিফারেন্ট পিরিয়ডের পরে, নির্বাচিত মোড অনুযায়ী বার্ষিকী প্রদানগুলি হবেপ্রাইমারি অ্যানুয়্যান্ট্যান্ট এবং / অথবা সেকেন্ডারি অ্যানুয়্যান্ট্যান্ট যতদিন থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বকেয়া আদায় করা হয়জীবিত সর্বশেষ বেঁচে থাকা ব্যক্তির মৃতু র পরে, ডিফারেন্ট সময়কালে বা পরে, মৃত্যু সুবিধাটি মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদেয় হবে।যৌথ ইফির বার্ষিকী যে কোনও দুটি লাইন বংশধর / আরোহীর মধ্যে নেওয়া যেতে পারেএকটি পরিবার (অর্থাত্ পিতামহ, পিতামাতা, শিশু, নাতি-নাতি) বা স্ত্রী বা ভাইবোন।সর্বনিম্ন ক্রয়ের মূল্য ১, ৫০,০০০ (ন্যূনতম অস্বস্তি সাপেক্ষে)মানদণ্ডে।) প্রাপ্ত বার্ষিকীর পদ্ধতিগুলি বার্ষিক, অর্ধেক, ত্রৈমাসিক এবং মাসিক সর্বনিম্ন বার্ষিকী বার্ষিক ১২,০০০ টাকা। কোন সিলিং নেইসর্বাধিক ক্রয় মূল্য। ৫,০০,০০০ / - টাকার ক্রয় মূল্যের জন্য একটি উদ্দীপকউপরোক্ত বার্ষিকী হার বৃদ্ধির উপায়ে পাওয়া যায়। পরিকল্পনাটি উপলব্ধ৩০ বছর থেকে ৭৯ বছর বয়সী। সর্বনিম্ন ডিফারমেন্ট সময়কাল ১ বছর এবং সর্বোচ্চডিফারেন্ট পিরিয়ড সর্বোচ্চ ১২ বছর বয়স (৮০ বছর) সাপেক্ষে ১২ বছর। দিব্যাঞ্জনের সুবিধার্থে (প্রতিবন্ধী) পরিকল্পনাও ক্রয় করা যেতে পারেনির্ভরশীল) সর্বনিম্ন ক্রয় মূল্য সহ ৫০,০০০ টাকা।এই পরিকল্পনার আওতায় ঋণের সুবিধাও পাওয়া যায়। তাৎক্ষণিক করার ব্যবস্থাও রয়েছেতীব্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তরলতা যেমন পলিসি যে কোনও সময় আত্মসমর্পণ করা যায়।আরও বিশদ এবং পরিকল্পনাটি অনলাইনে কেনার জন্য, আমাদের ওয়েবসাইটে লগ ইন করুনডএলআইসির কাছে এলআইসির জীবন অক্ষয় পরিকল্পনা রয়েছে যা তাত্ক্ষণিকভাবে বার্ষিকী সরবরাহ করে। মধ্যেইউলিপ বিজনেস এছাড়াও এলআইসি এর তিনটি ইউলিপ প্ল্যানস যেমন এলআইসির এসআইআইপি, এর মাধ্যমে উচ্চতর বৃদ্ধি পাচ্ছে,এলআইসির নিবেশ প্লাস, এলআইসির নতুন এন্ডোমেন্ট প্লাস যা দ্বৈত সুবিধা দেয়বীমা এবং বিনিয়োগ।এলআইসির পূর্বের জীবন শান্তি পরিকল্পনা এলআইসির ফ্ল্যাগশিপ পণ্য ছিল ৬১১৬৯৫ পলিসি ৩৮৯৪০.৯৭ কোটি টাকার প্রিমিয়াম সংগ্রহ সহ বিক্রি হয়েছে।

পঞ্চমীর দিনে ফাঁকা ম্যাডক্স স্কোয়ারের মাঠ, বন্ধ পুজোর আড্ডা

স্টাফ রিপোর্টার: এসে গিয়েছে পুজো। কারণ বুধবার পঞ্চমী। প্রতিবছরই পঞ্চমীর দিন ম্যাডক্স স্কোয়ারে ভিড় জমায় তরুণ-তরুণীরা। পুজোয় ম্যাডক্স স্কোয়ার মানেই আড্ডা জমিয়ে খাওয়া দাওয়া। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে পুরো চিত্রটাই পাল্টে গিয়েছে। পঞ্চমীর দিন ফাঁকা ম্যাডক্স স্কোয়ারের মাঠ।রাত পোহালেই দেবীর বোধন। ইতিমধ্যেই মণ্ডপে মণ্ডপে রাজ করছেন মা দূর্গা। কলকাতায় যত দুর্গাপুজো হয় সেগুলির থেকে কোথাও একদম আলাদা ম্যাডক্স স্কোয়ারের পুজোর আনন্দ। প্রতি বছরই উত্তর কলকাতা থেকেও তরুণ তরুণীর দল ম্যাডক্স স্কোয়ারের পুজো প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য হলেও দেখা করেন। ঠাকুর দেখা বা প্যান্ডেল দেখাটা সেক্ষেত্রে কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য হল ম্যাডক্স স্কোয়ারের বিশাল প্রাঙ্গণে বসে নিখাদ আড্ডা আর জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া। পুজোর সময় দিনভর কত যে গ্রুপ বিভিন্ন জায়গায় বসে নিজেদের মধ্যে হৈচৈ হুল্লোড়ে মেতে ওঠে তার হিসেব দেওয়া কঠিন। কিন্তু এবার সে সব অতীত। আগে থেকেই ম্যাডক্স স্কোয়ারের পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়ে দিয়েছেন এই বছর পুজোর মাঠে বসে হবে না আড্ডা। সেইমতো পুজোর মাঠে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।যাতে সেখানে কেউ বসতে না পারে। টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে হোডিং। উদ্যোক্তাদের সেই বার্তা মত ম্যাডক্স স্কোয়ার এর মাঠে ভিড় জমাচ্ছে না দর্শনার্থীরা। পঞ্চমীর সকালে একেবারেই ফাঁকা ম্যাডক্স স্কোয়ার।

পঞ্চমীর দিন শহরবাসীর সুরক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন এলাকায় মাস্ক বিলি কলকাতা পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার: পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে শহরবাসী। তবে চলতি বছর করোনা আবহে হচ্ছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উত্সব। পঞ্চমীর সকাল থেকেই পথে বেরিয়েছে শহরবাসী। তবে শহরবাসীদের সুরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। সংক্রমণের হাত থেকে শহরবাসীকে বাঁচাতে পঞ্চমীর দিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মাস্ক বিলি করছে কলকাতা পুলিশ।দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। কিন্তু এরই মাঝে বাঙালির সারা বছরের প্রতীক্ষা শেষে পুজো এসে গিয়েছে। রাত পোহালেই দেবীর বোধন। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও পঞ্চমীর দিন জনসংখ্যা খুব বেশী না হলেও বেশ কিছু মানুষ বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায় কিন্তু অনেকেই পুজোর সাজ দেখাতে গিয়ে মাস্ক পড়তে ভুলে গিয়েছেন। অথবা কারুর কাছে নেই মাস্ক। তবে, বর্তমানের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শহরবাসী সুরক্ষার স্বার্থে কারুর কাছে মাস্ক না থাকলে না পড়লেই তাদেরকে মাস্ক বিলি করে মাস্ক পড়ার আবেদন জানানো হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে। পঞ্চমীর দিন এই দৃশ্য ধরা পরলো তপসিয়া, ফুল বাগান এলাকায়।

চালতাবাগান দুর্গোৎসবের উদ্যোগে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি 'দশভূজা'

Rituparna Sengupta, Nusrat Jahan (centre)

স্টাফ রিপোর্টার: মাণিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোগে অসুরদলনী দুর্গার দশটি হাতে দশটি অস্ত্রের বিশেষত্ব নিয়ে তৈরী হয়েছে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি 'দশভূ জা'। ছবিটির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ছাড়াও নিহিত রয়েছে দেবীর দশটি অস্ত্রের মাহাত্ম্য ও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বার্তা। আই.টি.সি রয়্যাল বেঙ্গলে বাংলা, হিন্দী দুটি ভাষায় প্রদর্শিত হয়েছে ছবিটির প্রিমিয়ার। শিল্প-সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র জগতের গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা সম্মিলিত হয়েছেন চালতাবাগানের এই নব উদ্যোগে।স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই ছবিটির মূলভাবনা এবং প্রযোজনা শ্রী সন্দীপ ভূ তোড়িয়ার। তিনি ৭৮ বছরব্যাপী উদযাপিত হওয়া মাণিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপূজা কমিটির চেয়ারম্যান। সমগ্র চলচ্চিত্রটি নির্মাণে সামিল হয়েছেন বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। ফিল্মটির পরিচালনা করছেন চিত্রপরিচালক অরিন্দম শীল এবং সঙ্গীত পরিচালক হলেন বিক্রম ঘোষ। গ্র্যামি ও পদ্মভূ ষণ প্রাপক পন্ডিত বিশ্বমোহন ভাট ফিল্মের একটি অংশে দুর্গা রাগ পরিবেশন করেছেন। সংস্কৃতে শ্লোক শোনা যাবে স্বনামধন্যা নৃত্যশিল্পী ডঃ সোনাল মানসিং এর কণ্ঠে। সুগত গুহ'র চিত্রনাট্য, অয়ন শীলের ডিওপি ও অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিচালনার পাশাপাশি কণ্ঠসঙ্গীতে রয়েছেন ঊষা উত্থুপ, ইমন চক্রবর্তী ও সোমছন্দা ভট্টাচার্য্য।ফিল্মটি চিত্রায়িত হয়েছে সল্টলেকের ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারে (ইজেডসিসি)। বাংলা ফিল্মটির আবহে ভাষ্যপাঠে শোনা যাবে নুসরত জাহান ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর কণ্ঠস্বর। হিন্দীতে ধারাভাষ্য পাঠ করেছেন ডঃ সোনাল মানসিং।চালতাবাগানের দুর্গাপূজার বিশেষ দুটি আকর্ষণ হল 'ঢাক উৎসব' এবং 'সিঁদুরখেলা'। চালতাবাগানের দুর্গাপূজাই তিলোত্তমা কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলন করেছে ঢাক উৎসব ও সিঁদুরখেলা দুর্গাপূজার এইদুটি বিশেষ অপরিহার্য রীতিকে। এই উৎসবে সামিল হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, কূটনীতিবিদ থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র জগতের ব্যাক্তিত্ব, শিল্পী তথা শিল্পপতি, পুস্তকপ্রেমী, লোকসঙ্গীতশিল্পী সহ বহু সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ।''এইবছর কোভিড মহামারীর কারণে ঢাক উৎসব ও সিঁদুরখেলা উদযাপিত হবেনা। তাই শিল্পচেতনা ও আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ ব্যাতিক্রমী কিছু করার পরিকল্পনা থেকেই এই ছোট দৈর্ঘ্যের ছবির কথা মাথায় আসে'' জানান মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপূজা কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সন্দীপ ভূ তোড়িয়া।ফিল্মে চিত্রায়িত হয়েছে মা দুর্গাকে দেবতারা যে দশটি অস্ত্র প্রদান করেছিলেন তার আখ্যান। যথা- খড়গ, ত্রিশূল, সুদর্শন চক্র, বজ্র, তীর ধনুক, অগ্নি, শঙ্খ, পদ্ম, গদা এবং সর্প। ফিল্মের শুরুতেই দেখা যাবে একজন নারীকে চন্ডীপাঠ করতে এবং ছোট্ট এক বালিকাকে দুর্গারূপে। মা দুর্গার দশটি অস্ত্র উপস্থাপিত হবে দশজন নারীর মাধ্যমে। অস্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা পৃথকভাবে পারফর্ম করবেন। শেষে ছোট্ট বালিকাকে যখন দশটি অস্ত্র নিবেদন করা হবে সে হয়ে উঠবে দশভূ জা দেবী দুর্গা। চালতাবাগানের বিগত বছরের পূজার কিছু ঝলক চোখে পড়বে ফিল্মটির শুরু ও শেষের দিকে। মা দুর্গার দশটি অস্ত্র হিসাবে অংশ নিতে দেখা যাবে নৃত্য ও বিনোদন জগতের পরিচিত তারকাদের, - অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরসেনী মৈত্র, দেবলীনা কুমার, জয়া শীল ঘোষ, জুন মালিয়া, কনীনিকা ব্যানার্জী, ডঃ নন্দনী ভৌমিক, প্রীতি প্যাটেল, পৌলমী দাস, শিঞ্জিনী কুলকার্ণি ও সৌমিলী বিশ্বাসকে। একইসঙ্গে 'দশভূ জা' উপস্থাপন করতে চলেছে রম্যানি মন্ডলকে।

বার্জার পেন্টস ব্যবস্থাপনায় 'প্রিয় পুজো'

স্টাফ রিপোর্টার: এশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম পেইন্ট সংস্থা বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেডের সদর দফতর কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গাগুলির মধ্যে বাংলায় দুটি উত্পাদনকারী ইউনিট রয়েছে বরাবরই রাজ্য, জনগণ ও সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ রাখে। বার্জর পেইন্টস এর অত্যন্ত জনপ্রিয় বার্গার প্রিয় পুজো প্রচারণার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার উত্সবটির সাথে দীর্ঘদিনের মেলামেশা করেছে এবং তাই এটি বাংলার জনগণের কাছে কী বোঝায় তা বুঝতে পারে। এই বছর তথাকথিত নতুন সাধারণ দুর্গা পুজোতেও ঘটছে ভিন্নভাবে;তারা বাংলার কয়েকটি নির্বাচিত জেলাগুলিতে ৫ টি সুন্দর ভিডিও বানিয়েছে যেখানে প্রতিটি ব্রাততী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরমব্রত চ্যাটার্জী বর্ণিত সবচেয়ে অনন্য কাব্যিক উপায়ে উত্সব বার্তা ধারণ করে। এই ভিডিওগুলি চিত্রনাট্য করেছেন বিখ্যাত কবি শ্রীজাতা এবং সংগীত সাজিয়েছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। লোকে বার্গার পেইন্টের ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারে এবং উত্সবের সমস্ত মজা এবং উত্তেজনা কার্যত দেখতে পাবে।উদযাপন এবং দুর্গা পূজা প্রচার ব্যতীত বার্গার পেইন্টস কখনই শহরের সুরক্ষা এবং স্যানিটাইজেশনকে অগ্রাহ্য করে নি। বার্জার পেইন্টস সমগ্র বাংলায় অনন্য স্যানিটাইজেশন স্টেশন স্থাপন করেছিল যা পুজো কমিটির সদস্য এবং তাদের পরিবার যারা মন্ডপ অঞ্চলে অনুমোদিত এই স্যানিটাইজেশন স্টেশনগুলি মানহীন ও অটোমেটেড যা মানুষের হাতের স্যানিটাইজেশনকে মন্ডপ অঞ্চলের অভ্যন্তরের লোকদের সুরক্ষিত করার প্রয়োজন রয়েছে।আমাদের সমাজের অদম্য নায়ক, অভিবাসী শ্রমিক এবং চিত্রশিল্পী সম্প্রদায়ের সম্মানে বার্জর পেইন্টস রঙের সাথে জড়িত এই শ্রমিকদের একটি অংশ বেছে নিয়েছে। বার্জার পেইন্টস বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যদের সাথে সহযোগিতা করেছিল এবং তাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদে পূর্ণ কিছু প্যাকেট তুলে দিয়েছিল যা এই অভূ তপূর্ব সময়ে তাদের পরিবারগুলিতে কিছু অর্থ ও আনন্দ যোগ করে।এই উপলক্ষে বার্জার পেইন্টসের এমডি এবং সিইও জনাব অভিজিৎ রায় প্রকাশ করেছিলেন, ''এই বছরটি আলাদা এবং তাই উদযাপনও আলাদা হবে। আমরা সকলেই বিশ্বকে ডিজিটালভাবে গ্রহণ ও গ্রহণ করেছি। বার্জার পেইন্টস সর্বদা একজন ব্যক্তির সুখের সাথে আপস না করে ব্যক্তির মঙ্গলকে বিবেচনা করে।বার্জার প্রিয় পুজোকে নিরাপদে এখনও সবার জন্য আনন্দিত করার নতুন চিন্তায়; তারা একটি নতুন পুজো সংগীত তৈরি করেছেন যাতে শান এবং সোমলতা এটি সত্যই প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বার্জার পেইন্টস সত্যই অনুভব করেছিল যে এই বছর পুজোর সারমর্ম আলাদা হবে এবং তাই তারা সচেতনভাবে এমন উপাদানগুলি সেলালেন যা বাংলার প্রতিটি নাগরিকের জন্য আবেদন করবে।উদযাপন এবং দুর্গা পূজা প্রচার ব্যতীত বার্গার পেইন্টস কখনই শহরের সুরক্ষা এবং স্যানিটাইজেশনকে অগ্রাহ্য করে নি।

বার্জার পেইন্টস সমগ্র বাংলায় অনন্য স্যানিটাইজেশন স্টেশন স্থাপন করেছিল যা পুজো কমিটির সদস্য এবং তাদের পরিবার যারা মন্ডপ অঞ্চলে অনুমোদিত এই স্যানিটাইজেশন স্টেশনগুলি মানহীন ও অটোমেটেড যা মানুষের হাতের স্যানিটাইজেশনকে মন্ডপ অঞ্চলের অভ্যন্তরের লোকদের সুরক্ষিত করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সমাজের অদম্য নায়ক, অভিবাসী শ্রমিক এবং চিত্রশিল্পী সম্প্রদায়ের সম্মানে বার্জার পেইন্টস রঙের সাথে জড়িত এই শ্রমিকদের একটি অংশ বেছে নিয়েছে। বার্জার পেইন্টস বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যদের সাথে সহযোগিতা করেছিল এবং তাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদে পূর্ণ কিছু প্যাকেট তুলে দিয়েছিল যা এই অভূ তপূর্ব সময়ে তাদের পরিবারগুলিতে কিছু অর্থ ও আনন্দ যোগ করে। এই বছরটি কোনও প্রতিযোগিতা বা রায় নিয়ে নয়, বার্গার পেইন্টস নিজেকে দায়বদ্ধ বলে মনে করেছিল এবং তাই প্রতিবছর এটি থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের মধ্যে উৎসবের চেতনা বাড়ানোর বিষয়টি এটি আরও বেশি কাজ। বার্জার এতিমখানায় বসবাস করা ছোট বাচ্চাদেরও দেখেছিলেন এবং তারা তাদের সাথে কিছু আনন্দময় মুহূর্ত কাটিয়েছিলেন। এটি নিয়ে আসা সুখ এবং আনন্দ পার্থিব সুখকে ছাড়িয়ে যাবে। তাদের আনন্দ নতুন পোশাক বা মিষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রে নয়, মজার সময় যা তারা এত দিন সীমাবদ্ধ থাকার পরে পেয়েছিল।

কোভিডের বর্জ্য ধাপার বাস্তুতন্ত্র প্রভাব ফেলবে

স্টাফ রিপোর্টার: ধাপার বাস্তুতন্ত্র নিয়ে চিন্তিত পরিবেশবিদরা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধাপায় কোভিড বর্জ্য নষ্ট না করলে আগামীদিনে এই এলাকার পরিবেশ বিপন্ন হতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।ধাপায় কোভিড মৃতদেহ সংকার করা হচ্ছে। পাশাপাশি যেসব পরিবার করোনা মৃত স্বজনদের অস্থি নিতে চাইছে না ওই অস্থি ধাপাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে হোম আইসোলেশনে থাকাদের মেডিকেল বর্জ্যও জমা হচ্ছে।কোভিডের এই বর্জ্য বিজ্ঞানস ম্মতভাবে করা হচ্ছে না।২০১৮ সালে বায়ো মেডিকেল ওয়েস্ট রুল অনুযায়ী হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য আলাদা করতে হবে। সেগুলো বিজ্ঞানসম্মতভাবে নষ্ট করতে হবে। করোনা প্রকোপের আগে একটি এজেন্সি শহরে হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহ করছিল। হাসপাতালগুলোতে এজেন্সি মারফত আলাদা করে এখন কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা কোভিড বর্জ্য আলাদা করছে না। পুরসভার ভ্যাটে ফেলে দিচ্ছে তারা।অথচ পুরসভার পক্ষ জানানো হয়েছিল, এজেন্সি হোম আইসোলেশনে থাকা বাড়িগুলো থেকে কোভিড বর্জ্য সংগ্রহ করবে। পরিবর্তে তারা সার্ভিস চার্জ নেবে বাড়ি মালিকের কাছে। পরিবেশবিদ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন,হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছেন তারা করোনা বর্জ্য আলাদা করে এজেন্সিকে দিচ্ছে না।তারা গৃহস্থালির আবর্জনার সঙ্গে পুরসভার ভ্যাটে কোভিড আবর্জনা ফেলছে। পুরসভার গাড়ি এগুলো ধাপাতে নিয়ে গিয়ে ফেলছে।এইসব বর্জ্য থেকে সেখানে ভাইরাস জীবাণু ছড়ানো সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন,ধাপায় কোভিড দেহ সংকার হচ্ছে। অনেক মৃতের পরিবার অস্থি নিচ্ছে না। সেগুলো ধাপাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

কনসিকিউটিভ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড
CIN: L67120WB1982PLC035452
রেজি. অফিস : ২৩, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, চতুর্থ তল, কলকাতা-৭০০০১৩
Email:tricon014@gmail.com
Ph No.033 22114457 Fax:22114457

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ক্ষেত্রীয় রেগুলেশন ২৯ এর সঙ্গে পঠনীয় রেগুলেশন ৪৭ অফ সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) ২০১৫ অনুসারে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের এবং অর্ধবর্ষের একক ও একত্রিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সভা সোমবার ২ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে বেলা ১২টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট:www.consecutiveinvestment.com-এ।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বাঃ/-
নবীন কুমার সামন্ত
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.১০.২০২০

ট্রাইডেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L52110WB1985PLC196555
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, চতুর্থ তল, কলকাতা-৭০০০১৩
Email:triindialtd@gmail.com
Ph. No:-033 22114457 Fax:22114457

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ক্ষেত্রীয় রেগুলেশন ২৯ এর সঙ্গে পঠনীয় রেগুলেশন ৪৭ অফ সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) ২০১৫ অনুসারে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের এবং অর্ধবর্ষের একক ও একত্রিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সভা সোমবার ২ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিটে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট:www.tridentltd.com-এ।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বাঃ/-নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ২১.১০.২০২০
স্থান : কলকাতা

বালি জুট কোম্পানি লিমিটেড
রেজি: অফিস : ৫, শ্রী চরণ সরণী
পো: বালি, জেলা: হাওড়া-৭১১২০১
CIN: L51909WB1982PLC035245
Phone: +91-33-2671 2086/2036/5049/5051
E-mail: sanjay.agarwal@kankariagroup.com

বিজ্ঞপ্তি

ক্ষেত্রীয়তালিকাভুক্ত চুক্তির রেগুলেশন ২৯ এর সঙ্গে পঠনীয় রেগুলেশন ৪৭ অফ সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় এবং ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সভা মঙ্গলবার ১০ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

বালি জুট কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
এস. কে. আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ১৯.১০.২০২০
স্থান : হাওড়া